জীবননগরের হাসাদাহে জনতা ব্যাংকের উদ্দ্যোগে গাছের চারা বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে হাসাদাহ জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর উদ্দ্যোগে গ্রহকের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে বিতরণ করা হয়েছে ।

এ সময় গাছের চারা বিতরণ করেন হাসাদাহ জনতা ব্যাংক শাখা লিমিটেড এর পিও ম্যানেজার এস,এম সুলতানুল ইসলাম, এসও রফিবুল হাসান, আরসিও রাশেদুল করিম,ক্যাশ অফিসার শেখ রিফফাত নওয়ারীন, সাংবাদিক আল আমিন, এসএসসিটু আবু সালাউদ্দীন, ক্যাজুয়াল পিওন ফয়সাল কবির প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠাণ্ডুর করোনায় মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠান্ডু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি—- রাজেউন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারির ১ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারিকে ১ বছর করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী ওই আদেশ দেন।

মাদক কারবারিরা হলেন, উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানাপাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম। মাদক ব্যবসার অপরাধে তাদের ১ বছর করে জেল দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানা পাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কামালপুুর চরপাড়ায় মাদক হাত পাল্ট নোর সময় থানা এসআই সিন্ধার্থ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

এ সময় ওই দুই জনের কাছ থেকে ১০ পিচ প্যাথেডিন ও ৯০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মাদক ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১ বছর করে জেল দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় পাটকাঠি এখন পান বরজের শলি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পাটের চেয়ে পাঠকাঠির কদর বরাবরই বেশি। এবারো তার ব্যতিক্রম নেই। এ জনপদে পাট কাটার ভরা মৌসুম

থেকে শুরু করে সারা বছরই পাটকাঠি চড়ামূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। তাই পাটকাঠি এখন আর জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে পান চাষে লাভবান হওয়ার কারণে এ জনপদে চাষীরা প্রতিবছর নুতন নতুন পান বরজ তৈরি করে পান চাষে ঝুঁকে পড়ছেন। পানচাষীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে নতুন পান বরজ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। অনেক চাষী নিজের জমি না থাকলেও অন্যের জমি লিজ নিয়ে পান বরজ তৈরি করছেন।

প্রতিবছর নানা প্রতিকূলতার ফাঁদে পড়ে পান বরজে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়। পান চাষ করে এ জনপদের অনেক চাষী আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। অনান্য ফসলের লাভ কম হওয়ায় এলাকায় প্রতিবছর ব্যাপকহারে নুতন নতুন পান বরজ তৈরি হচ্ছে। পানচাষে যেমন নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তেমনই অনেক লোকের কর্ম সংস্থানের সৃষ্টিও করা যায়

অনেকে পান বরজকে আঁকড়ে ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করছেন। শীত মৌসুম শুরু হলে পান বরজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পান চাষীরা নতুন বরজ তৈরি ও মেরামত করতে শুরু করে। চাষীরা আগে পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করতেন। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এ অঞ্চলের চাষী গৃহস্থ পরিবারগুলো পাট চাষ করে সারা বছর রান্নার কাজে পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাই পাটকাঠি এখন আর জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। জয়রামপুর গ্রামের পাটচাষী ছাত্তার বলেন, গ্রামের লোকজন পাট কাটা শুরু করেছেন। অনেকে পাট শুকানোর কাজ করছেন।

ইতোমধ্যে পাটকাঠি ক্রয়ের জন্যে পাটকাঠি ব্যবসায়ীরা তাগাদা দিতে শুরু করেছেন। অনেকে তাদের নিকট থেকে আগাম টাকা নিয়ে পাটকাঠি বিক্রি করে দিয়েছেন।

পান চাষী শাহজাহান বলেন, এক সময় পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করা হতো। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

পাটকাঠি ব্যবসায়ী আলমডাঙ্গার মজিদ বলেন, সারা বছর পাট চাষীদের

বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাটকাঠি কিনে এলাকার বিভিন্ন হাটবাজারে এবং নতুন নতুন বরজ মালিকদের কাছে বিক্রি করি। বর্তমানে এলাকার পান বরজে বাঁশের শলির পরিবর্তে পাটকাঠির শলি ব্যবহার হওয়ার কারণে পাটকাঠির কদর বেড়ে গেছে।

দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশং এর উদ্বোধন

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার,পুলিশ হবে জনতার এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইনী সহায়তা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষে ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে ।

বুধবার সকাল ১১ টার সময় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা (সার্কেল) মোঃ আবু রাসেল , দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, বিট অফিসার এসআই মোঃ আমজাদ হোসেন, এবং সহকারী বিট অফিসার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় উক্ত সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন, ইফটিজিং রোধকল্পে বিট পুলিশ পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

সর্বপরি এলাকার মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পুলিশিং সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ও পুলিশি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে এই বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

হাসাদাহে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় এ শাখার উদ্বোধন করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের জীবননগরের শাখা ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সেলিম মোল্লা (ওসি অপারেশন, জীবননগর থানা), চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের ১৪নং ওয়ার্ড সদস্য শফিকুল আলম নান্নু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম ঈসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়শা সুলতানা লাখি, ডাকসু সদস্য ফরিদা পারভিন প্রমুখ।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার অ্যাঞ্জেল ট্রেডার্সের মাহাবুর রহমান উপস্থিত সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন হাসাদাহ শাখার ম্যানেজার মশিউর রহমান আনন্দ।

‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি

নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে

একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

হাসাদাহে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেনের ইন্তেকাল

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ পনেরসতি পাড়ার অবসর প্রাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন)।

গতকাল রাত আনুমানিক ১০ টার সময় নিজ বাড়িতেই ইন্তেকাল করেন। তিনি সুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি পরিবারে ৪ ছেলে ও ৩ কন্যা সন্তান রেখে যান।

পরে মরহুমের নামাজের জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকার সকলেই শোকাহত।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]